

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৫, ১৯৯৪

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১শে শ্রাবণ, ১৪০১/১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৪ইং

এস আর, ও নং ২৫৮-আইন/৯৪—Cantonment Act, 1924 (Act, II of 1924) এর section 186 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা সেনানিবাস ইয়ারত নির্মাণ উপ-আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিম্নের খণ্ড উপ-আইন উক্ত Act এর section 284 এর বিধান মোতাবেক এতদ্বারা প্রক-প্রকাশনা করিল।

উক্ত খণ্ডায় অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি উক্ত সম্ভাবনার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আপত্তি অথবা প্রস্তাবিত উপ-আইনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির কোন পরামর্শ থাকিলে উক্ত পরামর্শ এই প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠানো হইলে উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ বোর্ড কর্তৃক বিবেচনা করা হইবে।

খণ্ড উপ-আইন (বাই-ল)

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই উপ-আইন ঢাকা সেনানিবাস (ইয়ারত নির্মাণ) উপ-আইন, ১৯৯৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে—
(ক) “আইন” অর্থ Cantonments Act, 1924 (Act II of 1924)

(৩৬৫৫)

মূল্য : টাকা ০.০০

- (খ) “একজিকিউটিভ অফিসার” অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত Executive Officer,
- (গ) “ধারা” অর্থ আইনের কোন Section,
- (ঘ) “নকশা” অর্থ অনুচ্ছেদ ৩(২) এর অধীন তৈরীকৃত নকশা,
- (ঙ) “ফরম” অর্থ এই উপ-আইনের সহিত সংযোজিত ফরম,
- (চ) “বোর্ড” অর্থ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড,
- (ছ) “সাইট” অর্থ ভবন নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বিশিষ্ট কোন স্থান।

৩। ভবন নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ বা সংস্কারের বিজ্ঞপ্তি।—(১) কোন ভবন নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ বা সংস্কারে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি ফরম ক-তে আবেদন করিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদনে নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্ট ও তথ্যাদি থাকিতে হইবে, যথা:—

- (ক) যে ভূমির উপর ভবন নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ বা সংস্কার করা হইবে উহার একটি সাইট প্লান;
- (খ) প্লট ফরম, ব্যালকনিসহ বিদ্যমান ভবন, যদি থাকে এর নকশাসহ প্রস্তাবিত ভবনের বিস্তারিত বর্ণনা এবং এলিভিশন ও সেকশন দেখাইয়া একটি প্লান;
- (গ) প্রস্তাবিত ভবনের কাঠামোগত নকশার (Structural design) বিস্তারিত গাণিতিক বিশ্লেষণ;
- (ঘ) একজিকিউটিভ অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশিত যে কোন তথ্য;
- (ঙ) আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত ভবনের নকশার সাত ফর্ড ব্লু প্রিন্ট বা এমোনিয়া প্রিন্ট।

(৩) সাইট এবং ভবনের প্রস্তাবিত, বিদ্যমান ও ভাঙিয়া ফেলার কাজকে যথাক্রমে লাল, কালো বা সাদা এবং হলুদ রংগে চিহ্নিত করিতে হইবে।

৪। স্বপতির স্বাক্ষর।—এই উপ-আইনের অধীন অনুমোদনের জন্য পেশকৃত সকল নকশা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত স্বপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৫। সাইট প্লান।—সাইট প্লান অনূ্যন ১০০' ৬৫ মিটার সমান ২৫ মিলি মিটার স্কেলে অঙ্কিতে হইবে এবং উক্তরূপে স্কেলে অঙ্কিত সাইট প্লানে নিম্নরূপ বিষয়াদি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) উত্তর কোণের চিহ্ন;
- (খ) যে সাইটের উপর ভবন নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা হইবে সেই সাইটের সীমানা;
- (গ) সাইটের সীমানায় প্রস্তাবিত ভবনের অবস্থান;
- (ঘ) যে ভবন নির্মাণ বা পুনঃ নির্মাণ করা হইবে উহার ভিতর ও বাহিরের জন্য যে খোলা জায়গা রাখা হইবে উহা;

- (ঙ) ভবনের সীমানার মধ্যকার সকল বাহিঃবাড়ী, গ্যারেজ, গোয়াল ঘর, আস্তাবল, সৌচাগার, নর্দমা এবং অন্যান্য আনুষংগিক ঘরের অবস্থান, আকৃতি ও আয়তন;
- (চ) যে এলাকা প্রস্তাবিত প্রধান ভবন এবং আনুষংগিক ভবন দ্বারা পরিব্যপ্ত হইবে;
- (ছ) সকল পার্শ্ববর্তী রাস্তা, ফাঁকা জায়গা ও নর্দমার অবস্থান;
- (জ) সন্নিহিত বাড়ী ঘর অথবা অট্টালিকা, নম্বরসহ, যদি থাকে এবং সাইট যে সকল রাস্তার প্রান্ত সংলগ্ন হয় সেই সকল রাস্তার নামসহ, যদি থাকে, প্রশস্ততা;
- (ঝ) বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত এলাকা ব্যতিরেকে, বাজার এলাকাসহ বেসামরিক এলাকার ভবনের ক্ষেত্রে, অঞ্চল ও মৌজার নাম এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সন্নিহিত প্লটের নম্বরসহ সি, এস, আর, এস, ইত্যাদি নম্বর;
- (ঞ) বাজার এলাকা ব্যতীত অন্য যে সকল বেসামরিক এলাকায় কোন রাস্তা নাই সেই সকল এলাকার ক্ষেত্রে, রাস্তার প্রয়োজন মোটামুটি জমির যে সকল মালিক কতিপয় হইবেন তাহাদের অনাপত্তি সার্টিফিকেটসহ প্রস্তাবিত প্রবেশপথ;
- (ট) সন্নিহিত ভবনের সন্মুখভাগের লাইনসমূহ;
- (ঠ) সাইট যে রাস্তার প্রান্ত সংলগ্ন হইবে সেই রাস্তার পরিপ্রেক্ষিতে সাইটের লেভেল;
- (ড) যে পদ্ধতিতে ছাদ এবং ঘর ও ভূপৃষ্ঠের পানি বাহিত হইবার ব্যবস্থা করা হইবে সেই পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক নর্দমা সমূহের সারিবিন্যাস (এলাইনমেন্ট)।

৬। ভবন নকশা (বিল্ডিং প্লান)।—এলিভেশনসহ ভবনের প্লান অন্তত ২'৪৪ মিটার স্কেলে আঁকিতে হইবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উহাতে উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) ভবনের বাহ্যিক আয়তন;
- (খ) ভবনের তলার সংখ্যা ও উহাদের পরিমাণ;
- (গ) ভবনের প্রধান দেওয়ালগুলির বাহিরের সকল অভিক্ষেপের (প্রজেকশন) অবস্থান ও আয়তন;
- (ঘ) বিস্তারিত আর, সি, সি, বিবরণসহ সকল বীম, রেফটার, ছাদের স্লাব এবং অন্য সকল অবলম্বনের গুরুত্ব ও গঠন;
- (ঙ) সকল কক্ষের আয়তন এবং প্রতিকক্ষের দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটরের অবস্থান;
- (চ) যে উদ্দেশ্যে ভবন ব্যবহার করা হইবে উহা;
- (ছ) ভিত্তির লেভেল ও প্রশস্ততা এবং প্রস্তাবিত ভবনের সন্মুখভাগ যেই রাস্তার প্রান্ত সংলগ্ন হইবে সেই রাস্তার মধ্যভাগের লেভেলের উল্লেখসহ নীচ তলার লেভেল।

৭। প্লট সম্পর্কিত স্বয়ং দলিল উপস্থাপন।—ভবন নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ অথবা ভবনের সংশোধন বা পরিবর্তনকারী ব্যক্তি, প্রয়োজনবোধে ভবনের প্লট সম্পর্কিত সকল স্বয়ং দলিল উপস্থাপন করিবেন।

৮। ভবন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাবলী।—(ক) ইमारতের সম্মুখে, পশ্চাতের এবং পার্শ্বে যে পরিমাণ স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে তাহা নিম্নরূপ তালিকা মোতাবেক নির্ধারণ করিতে হইবে:—

তালিকা

ক্রমিক নং	গাইটের আয়তন	ইमारতের সম্মুখের সীমানা হইতে	ইमारতের পশ্চাৎ দিকের সীমানা হইতে	ইमारতের দুই পার্শ্বের সীমানা হইতে
১	দুই কাঠা পর্যন্ত	১'৫ মিটার	১'৫ মিটার	০'৯১ মিটার
২	তিন কাঠা পর্যন্ত	১'৫ মিটার	১'৫ মিটার	১'২৫ মিটার
৩	চার কাঠা পর্যন্ত	১'৫ মিটার	১'৭৫ মিটার	১'২৫ মিটার
৪	পাঁচ কাঠা পর্যন্ত	১'৫ মিটার	২'৫০ মিটার	১'২৫ মিটার
৫	পাঁচ কাঠার অধিক	১'৫ মিটার	৩'০০ মিটার	১'২৫ মিটার

(খ) বাউণ্ডারী ওয়ালের উচ্চতা রাস্তার স্লেভেল হইতে ২'০০ মিটারের অধিক হইবে না।

(গ) পাঁচ তলার অধিক ইमारত নির্মাণ করা যাইবে না।

৯। সাধারণ এলাইনমেন্ট।—(১) ভবনের কোন অংশ রাস্তার জন্য নির্ধারিত সাধারণ এলাইনমেন্টের বাহিরে উৎসর্গ হইবে না এবং যানবাহনের উদ্দেশ্যে কোন চোরা কোণের নির্মাণ অনুমোদন করা যাইবে না।

(২) গেটের সাটার রাস্তার বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা রাখিতে দেওয়া যাইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি প্রতিরক্ষা স্থাপনা হইতে ৪৫৭'৫০ মিটার এর মধ্যে কোন ভবন, পাকা, আধাপাকা অথবা কাঁচা, নির্মাণ করিতে পারিবেন না।

(৪) প্রতিরক্ষা স্থাপনার ৯১'৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত ভবনের আঙিনা বা আশে-পাশে কোন ঝোপ বা ক্ষুদ্রবৃক্ষের সারি অথবা বৃক্ষ লাগানো যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, বাগান করিবার ক্ষেত্রে এই বাধা নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

১০। শৌচাগার, ভূত্যাগ ও গ্যারেজের ব্যবস্থা।—(১) মনুষ্য বসবাসের জন্য নিমিত্ত ভবনের সহিত, প্রয়োজনবোধে, সংযুক্তভাবে বা অংশ হিসাবে এক বা একাধিক শৌচাগার নির্মাণ করা যাইবে;

(২) গোয়ালখানা ও পায়খানার ব্যবস্থাসহ প্রত্যেক ভবনে ন্যূনতম একটি ভূত্যাগ বা ভূত্যা বন্ধ রাখিতে হইবে। তবে উহার দরজা বা জানালা পার্শ্ববর্তী প্লটের দিকে রাখা যাইবে না;

(৩) প্রত্যেক ভবনে অন্ততঃপক্ষে একটি যথোপযুক্ত আয়তনের গ্যারেজ থাকিবে।

(৪) কোন বাড়ীর গ্যারেজ ও গিঁড়িবরের নীচে স্যুমারেজ লাইন, সেপটি ট্যাংক ও সোককুপ নির্মাণ করা যাইবে।

(৫) ৩(তিন) কাঠা হইতে ক্ষুদ্র আকারের প্লটের ইমারতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক শিথিল করা যাইবে।

১১। গ্যারেজ।—(১) গ্যারেজের উচ্চতা মেঝে হইতে ২' ১৩ মিটারের কম এবং ২' ৪৪ মিটারের বেশী হইবে না এবং গ্যারেজের মেঝে অভেদ্য হইতে হইবে।

(২) বোর্ড সময় সময় যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে প্রত্যেক গ্যারেজে সেইরূপ প্রচুর বায়ু চলাচল এবং আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কোন গ্যারেজকে বসবাসের কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) রাস্তা হইতে সরাসরি গ্যারেজে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা যাইবে না।

১২। গিঁড়ির ধাপ নির্মাণ।—নিমিতব্য ভবনের গিঁড়ির ধাপ এইভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উহা জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তা বা নর্দমা অতিক্রম না করে।

১৩। রান্নাঘর, গোসলখানা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান।—(১) প্রত্যেক আবাসিক ভবনের প্রতিটি রান্নাঘর ও ঠৌর রুমের পরিমাণ অন্ত্যন ১' ৫২ মিটার প্রশস্ততাসহ ০' ৯৩০ বর্গ মিটারের, প্রতিটি গোসলখানার পরিমাণ অন্ত্যন ১' ২২ মিটার প্রশস্ততাসহ ১' ৮৬ বর্গ মিটারের কম হইবে এবং পানি সংরক্ষণের প্রতিটি প্রকোর্টের পরিমাণ অন্ত্যন ০' ৯২ মিটার প্রশস্ততাসহ ১' ১১ বর্গ মিটারের কম হইবে না।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত রান্নাঘর, ঠৌর রুম, গোসলখানা ও পানি সংরক্ষণ প্রকোর্টের উচ্চতা প্লিন্থ লেভেলের উপর ২' ১৫ মিটারের কম হইবে না।

(৩) তিন কাঠার কম প্লটের উপর নিমিত ভবনের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনের শর্তাবলী শিথিল করা যাইতে পারে।

১৪। আবাসিক ভবনের করিডোর ব্যবস্থা।—(১) আবাসিক ভবনের সকল করিডোর বা যাতায়াতের ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত আলো থাকিতে হইবে।

(২) কোন করিডোর বা যাতায়াতের ব্যবস্থার পরিমাণ ০' ৯১ মিটারের কম প্রশস্ত হইবে না।

১৫। পায়খানার পর্দা।—১' ৮৩ মিটার উচ্চ পর্দা দেওয়াল দ্বারা আড়াল করা না থাকিলে জনসাধারণের চলাচলের পথ কিংবা লেনের দিকে কোন পায়খানার দরজাখোলার ব্যবস্থা রাখা যাইবে না।

১৬। প্লিন্থ লেভেল।—নিকটতম কোন রাস্তার সন্নিহিত অংশের সর্বোচ্চ বিন্দু হইতে ০'৪৫ মিটার কম উচ্চতার প্লিন্থসহ কোন ভবন বা ভবনের কোন অংশ নির্মাণ করা যাইবে না।

১৭। সিঁড়ির আলো ও বায়ু।—আবাসিক প্রত্যেক ভবনের সিঁড়িতে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৮। সরকারী ভবনের জন্য বিশেষ বিধান।—(১) সরকারী ভবনের হল, লবি, করিডোর, বারান্দা, গ্যালারীর তলসমূহ এবং চাতাল অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক সরকারী ভবনের সিঁড়ির ধাপ এবং উচ্চতা একইরূপ প্রস্থের হইবে এবং প্রস্থ ০'৩০৫ মিটারের কম ও ০'১৫ মিটারের অধিক হইবে না।

(৩) সরকারী ভবনের ছাদ কোন অদাহ্য পদার্থের আবরণযুক্ত রি-ইনফোর্সড কংক্রিট অথবা ষ্টিকচারালস্টীল ফ্রেম দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে।

(৪) এতদসম্পর্কে বোর্ডের তিনুতর নির্দেশ না থাকিলে, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো এবং স্বাধীন বায়ু চলনসহ রি-ইনফোর্সড কংক্রিট ও অন্যান্য অদাহ্য পদার্থ দ্বারা প্রত্যেক সরকারী ভবনের সিঁড়ি নির্মাণ করিতে হইবে, সিঁড়ির ধাপের বিস্তার অনুনাম ০'২৫ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে এবং উচ্চতা ০'১৯ মিটারের বেশী হইবে না, এবং সিঁড়ির এক পার্শ্বে অবিচ্ছিন্ন হ্যান্ড রেইলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) যদি সমগ্র ভবন ২০০ জনের অধিক অথবা যে কোন একক তলা ১০০ জনের অধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সিঁড়িসমূহ প্রস্থে ১'২২ হইতে ১'৩৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৬) কোন সরকারী ভবনের ৪০০ ব্যক্তির অধিক ব্যক্তি থাকার সংস্থান থাকিলে উহার যে কোন অংশের সহিত যোগাযোগের জন্য প্রত্যেকটি সিঁড়ি, অভ্যন্তরীণ করিডোর অথবা চলাচলের পথ প্রত্যেক ১০০ ব্যক্তির জন্য ১'৯৮ হইতে ২'৪৪ মিটার হইতে পারিবে।

(৭) সরকারী ভবনের সকল নির্গমন পথের দরজা বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং উহা কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে এবং অগ্নিকাণ্ডজনিত দুর্ঘটনার সময় বাহির হইয়া পড়িবার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৮) কোন সরকারী ভবনের সিঁড়ি, অভ্যন্তরীণ করিডোর এবং চলাচলের পথ ১'৮৩ মিটার প্রস্থের কম হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যে ভবনে দুইশত ব্যক্তির অধিক থাকার সংস্থান নাই সেই ভবনের সিঁড়ি, অভ্যন্তরীণ করিডোর অথবা চলাচলের পথের প্রস্থ ১'৩৭ মিটারের কম হইতে পারিবে না।

১৯। কারখানা।—কারখানা হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিমিতব্য ভবনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কারখানা নির্মাণের আইট অথবা যে ভবন কারখানা হিসাবে ব্যবহার করা হইবে উহার অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে;

- (ধ) বোর্ড কর্তৃক বিশেষভাবে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া না হইলে, কারখানা ভবন একতলা বিশিষ্ট হইবে;
- (গ) কারখানার জন্য নিমিত ভবনের জানালা থাকিবে না এবং অবতরণস্থলসহ কোন সিঁড়িতে ১৫টির অধিক বাপ থাকিবে না;
- (ঘ) কারখানা ভবনের বাহিরের সিঁড়িসমূহে কমপক্ষে ১'০৬ মিটার উচু রেলিং থাকিতে হইবে এবং রেলিং এর ছোট ছোট খাম বা শিক থাকিলে উক্ত খাম বা শিকের মনোকার দুরত্ব ০'১৫ মিটারের অধিক হইবে না;
- (ঙ) দূষনের ভয় নাই এমন স্থানে খাবার পানির সংরক্ষণ-আধার নির্মাণ করিতে হইবে এবং সংরক্ষণ আধারের গায়ে রংগিন অক্ষরে খাবার পানি শব্দগুলি লেখা থাকিবে;
- (চ) পানির ঝর্ণা মেঝে হইতে অন্ততঃপক্ষে ০'৯১ মিটার উপরে উর্ধ্বমুখী থাকিবে এবং পানির ঝর্ণাসমূহ কমপক্ষে ০'৯১ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করিতে হইবে;
- (ছ) বোর্ড যেভাবে প্রয়োজন মনে করিবে কারখানা ভবনে সেইরূপ আলো এবং বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দিবে এবং বোর্ডের নির্দেশ কারখানা কর্তৃপক্ষ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। দোকান।—দোকানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) দোকানের সাপে অফিস বা ষ্টোর প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে নিম্নরূপে একটি গ্যালারী অথবা চিলে কোঠা নির্মাণ করা যাইতে পারে, তবে প্লিন্থ নেভেলের উপরে ৩'৬৬ মিটারের কম উচ্চ গিলিংবিশিষ্ট দোকানে গ্যালারী বা চিলে কোঠা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাইবে না;
- (খ) দোকানের সমগ্র গ্যালারী অথবা চিলে কোঠার আয়তন উক্ত দোকানের মেঝের আয়তনের এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না;
- (গ) প্রত্যেক গ্যালারী অথবা চিলে কোঠার নীচের দিক দোকানের মেঝের উপরে ১'৮৩ মিটারের কম হইবে না অথবা গ্যালারী বা চিলে কোঠার মেঝে এবং দোকানের গিলিং এর মধ্যবর্তী স্থান ১'৫২ মিটারের কম হইবে না;
- (ঘ) রেলিং এর জন্য ব্যবহৃত অংশ ব্যতীত উক্তরূপ প্রত্যেক গ্যালারী বা চিলে কোঠা খোলা থাকিবে;
- (ঙ) উক্তরূপ প্রত্যেক গ্যালারী বা চিলে কোঠার অদায়া পদার্থ দ্বারা নিমিত একটি মই দোকানের ভিতরে স্থাপিত হইবে;
- (চ) প্রত্যেক দোকানে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে;
- (ছ) যদি রাস্তার পাশের দোকানের পিছনভাগে উন্মুক্ত আকাশ ব্যতীত অন্য কোন খোলা জায়গা না থাকে, তবে সম্ভব হইলে বায়ু চলাচলের পথ, ক্লাইমাইট, ক্লক ভেন্টিলেটর ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে;
- (জ) বোর্ডের পূর্বনুমতি ব্যতিরেকে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরণ না করিয়া কোন দোকান কক্ষ বসবাসের কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

২১। নির্মাণের বিভিন্ন পর্ষায় নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরিতব্য নোটিশ।—(১) বোর্ড অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছে এইরূপ ভবন নির্মাণ বা পুনঃ নির্মাণ করিতে অথবা

এইরূপ কোন কাজ বাস্তবায়ন করিতে নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি ভিত্তি স্থাপনের এবং ছাদ কক্ষ এবং ছাদের ঢালাই করার সময় ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অবহিত হওয়ার পর ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার যথাযথ প্রকৌশলীর দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভবন বা কাজ পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন;

(৩) ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনকালে নির্মাণ কাজে কোন ত্রুটি ধরা পড়িলে তিনি লিখিতভাবে উহা সংশোধনের জন্য ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিক অথবা তাহার প্রতিনিধিকে অবহিত করিবেন;

(৪) চূড়ান্ত পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এই মর্মে ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন যে, আবশ্যকীয় নির্দেশসমূহ অনুযায়ী বাড়ী নিমিত্ত হইয়াছে এবং ভবনের মালিক কর্তৃক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত সকল প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইয়াছে;

(৫) অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, এম ই ও কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভবন চূড়ান্ত পরিদর্শন করা হইবে এবং তাহারা এই মর্মে লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিবেন যে, বাড়ী সঠিকভাবে নিমিত্ত হইয়াছে।

২২। ভবনের মান ও কারিগরী দায়-দায়িত্ব।—ভবনের নিমাণ, পুনঃনির্মাণ বা বিদ্যমান ভবনের সংস্কারী ভবন নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রীর নিখুঁত ও উচ্চমানের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করিবেন এবং তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন।

২৩। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ভবন ছেদা করা, বিদীর্ণ করা অথবা খোলা রাখা যাইতে পারে।—(১) কোন ভবন নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের সময় যদি কোন ভবনের ব্যাপারে এইরূপ সন্দেহের কারণ থাকে যে, ভবনটি নিমাণ বা পুনঃনির্মাণের সময় এমন কিছু করা হইয়াছে যাহা আইন বা তৎবিন্যে প্রণীত কোন বিধানের পরিপন্থী, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্তের পর উক্ত আইন বা বিধানের পরিপন্থী ব্যবস্থা দূর করার স্বার্থে ভবনের যে কোন অংশ ছেদা করিতে, বিদীর্ণ করিতে বা খুলিয়া ফেলিতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা বলিতে পারেন।

(২) অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পর যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উক্তরূপ সন্দেহ অমূলক ছিল, তাহা হইলে ভবনের ক্ষতি পূরণের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

২৪। ভবন নির্মাণ কাজের সময় নির্ধারণ।—একজিকিউটিভ অফিসারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন ভবনের নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি কাজ, যাহা পাশ্চাত্তীয় এলাকার নোবের বিধিগুলির কারণ ঘটায় বা ঘটাইতে পারে, সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে করিতে পারিবেন না।

২৫। বাড়ীর নদমা, ইত্যাদি।—বাড়ীর বর্জ্য অথবা নোংরা পানি সরানোর উদ্দেশ্যে নিমিত্ত নদমা ভবনের ৩০'৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত পাবলিক নদমার সহিত সংযুক্ত করিতে

হইবে এবং অনুরূপ পাবলিক নর্দমা না থাকার ক্ষেত্রে বাড়ীর বর্জ্য অথবা নোংরা পানি নিকাশনের জন্য ভবনের মালিক প্রয়োজনীয় নির্গমন পথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

২৬। সিনেমা হল নির্মাণ।—(১) কোন ব্যক্তি সেনানিবাস সীমানার মধ্যে সিনেমা হল নির্মাণের ইচ্ছা করিলে বোর্ডের সহিত পূর্বেই পরামর্শ করিয়া হল নির্মাণের নির্ধারিত স্থান নির্ধারণ করিবে।

(২) সিনেমা হলের প্লান এবং নকশা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহা আধুনিক সিনেমা হলের প্রয়োজনসমূহের শর্তানুযায়ী হইতে হইবে।

২৭। অনুমোদিত নির্মাণের কারণে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম।—বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত কোন ভবন নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ অথবা ভবনের পরিবর্তন করা হইলে অথবা অনুমোদিত প্ল্যানের বিচ্যুতি ঘটাইলে বোর্ড আইনের ১৮৫ ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

শফিক আলম মেহেদী

ক্যান্টনমেন্ট একজিভিউটিভ অফিসার,
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

ফরম ক

ধারা ৩ দ্রষ্টব্য

(১৯২৪ সালের ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৭৯ ধারার অধীন ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/
সংস্কার করার জন্য নকশা অনুমোদনের দরখাস্তের ছক)

- | | | |
|----|---|---|
| ১। | দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম | : |
| ২। | দরখাস্তকারীর পূর্ণ ঠিকানা | : |
| | (ক) বর্তমান ঠিকানা | : |
| | (খ) স্থায়ী ঠিকানা | : |
| ৩। | যে দাগ/প্লটে ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ
করা হইবে উহার বিবরণ | : |
| | (ক) মহল্লার নাম | : |
| | নং/প্লট নং | : |

- (গ) ঐতিহাসিক নং :
- (ঘ) মৌজার নাম :
- (ঙ) রাস্তার নাম/নম্বর :
- (চ) মিট নং :
- (ছ) জমির পরিমাণ :
- (জ) দরখাস্তকারী কি সূত্রে জমি অর্জন করিয়াছেন (মালিকানা শব্দের পক্ষে কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে) :
- (ঝ) বন্টনসূত্রে জমি অর্জিত হইয়া থাকিলে দাগের অন্যান্য শরীকদের নাম ও অংশের পরিমাণ :
- ১।
- ২।
- ৩।

৪। সাইটের বিবরণ :

- (ক) সাইটের আয়তন :
- (খ) সাইটের চৌহদ্দি
- (অ) উত্তরে :
- (আ) দক্ষিণে :
- (ই) পূর্বে :
- (ঈ) পশ্চিমে :
- (গ) আশ্রয়ন, গোয়ালঘর ইত্যাদি সহ সাইটের যে পরিমাণ আচ্ছাদিত থাকিবে উহার পরিমাণ :
- (ঘ) প্রস্তাবিত ভবন তলার সংখ্যা এবং পরিমাণ :
- (ঙ) প্রস্তাবিত ভবনের রান্নাঘর, সিঁড়িঘর, পায়খানা, গোসলখানা ইত্যাদির পরিমাণ :
- (চ) সাইটের নিকটস্থ রাস্তার বিবরণ
- (অ) নাম :
- (আ) অবস্থান (কোন দিকে) :
- (ই) দূরত্ব :
- (ঈ) বিস্তার :

- (ছ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে প্রস্তাবিত :
ডবনে যাতায়াতের ব্যবস্থা :
- (জ) মাটি পরীক্ষা (Soil test)
অনুযায়ী মাটির প্রকৃতি :
- (ঝ) ছাদের ধরণ :
- (ঞ) প্রস্তাবিত ডবন নির্মাণের উদ্দেশ্য
& ব্যবহার :
- (ট) প্রস্তাবিত ডবনের গাথে সেপটিক
ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে কি না :
- (ঠ) এলাকায় মল নিষ্কাশনের কোন নালা
আছে কি না, থাকিলে—
(অ) উক্ত নালা হইতে গাইটের :
দূরত্ব
(আ) উক্ত নালা সহিত দরখাস্তকারীর :
পায়খানার সংযোগের স্থাপন
সম্ভব কি না
- (ড) প্রস্তাবিত নির্মাণের প্রাক্কলিত :
খরচ

আমি ডবন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সংস্কার কার্যের
অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নকশার ৭ (সাত) ফর্ড এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তুত কি এর বশির্
নং , তারিখ , সংযুক্ত করিয়া
আবেদন করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, দাখিলকৃত নকশার স্কেল গঠিক এবং এই
দরখাস্তে বর্ণিত সকল তথ্যাবলীও দাখিলী নকশার সমস্ত বিবরণ সত্য ও গঠিক।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নাম

ঠিকানা

ফোন নং (যদি থাকে)।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।